সংবাদ

তারিখ 27 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুরোধ সংসদীয় কমিটির

সংসদ বার্তা পরিবেশক

অনিয়ম-দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি বা আচার্যকে আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুরোধ করেছে সংসদীয় কমিটি। গতকাল রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩৪তম বৈঠকে এ অনুরোধ জানানো হয়।

কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, হুইপ মির্জা আজম, বীরেন শিকদার, মু. জিয়াউর রহমান এবং আলহাজ মমতাজ বেগম ও বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণে পাবনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. মকবুল হোসেন বৈঠকে যোগদান করেন। এছাড়া, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক। আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়টির সার্বিক পরিচালনায় প্রশাসক নিয়োগ, এমনকি অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধ করাসহ প্রয়োজনীয় সব সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন জানান কমিটি। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী আচার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

বৈঠকে মালিকানা সংকট, অনিয়ম, দুর্নীতি ও আউটার ক্যাম্পাসের মাধ্যমে সনদ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৫ (৭) ধারায় আচার্যের ক্ষমতার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আচার্য বা রাষ্ট্রপতির কাছে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৫ (৭) ধারায় বলা হয়েছে কোন কারণে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে চ্যান্সেলর কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারবেন এবং এ বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা চলছে। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে কমিটি আইনমন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

> রাশেদ খান মেনন বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৫ (৭) ধারায় আচার্যের ক্ষমতার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আচার্য বা রাষ্ট্রপতির কাছে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাশেদ খান মেনন বলেন, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে চাকরি করছেন, তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ নিতে বলা হয়েছে কমিটির সভা থেকে। মালিকানা সংকট, অনিয়ম, দুর্নীতি ও আউটার ক্যাম্পাসের মাধ্যমে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে ২০১০ সালের অক্টোবরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবাদুল হককে প্রধান করে এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়।

গত বছরের মার্চ মাসে বিচার বিভাগীয় ওই কমিটি একটি তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ করা হয় কমিটির প্রতিবেদনে।